অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন ও ন্যায্য মজুরির অধিকার প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলুন

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ১৮ জানুয়ারি ঢাকা মিছিল

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের ৩৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ১৮ জানুয়ারি ১৯' জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে শ্রমিক সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। শ্রমিক ফ্রন্টের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আবদুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, সংগঠনের সহসভাপতি ওসমান আলী, সাধারণ সম্পাদক রাজেকুজ্জামান রতন, শ্রমিকনেতা আহসান হাবিব বুলবুল, ইমাম হোসেন খোকন, জুলফিকার আলী ও খালেকুজ্জামান লিপন।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে ৬ কোটি ৩৫ লাখ শ্রমজীবী মানুষ কাজে নিয়োজিত। তারাই দেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। এই শ্রমজীবী মানুষেরা চলতি বছরে ২৫ লাখ কোটি টাকার সম্পদ তৈরি করেছে, যার নাম জিডিপি। প্রতি বছর তারা ধারাবাহিকভাবে সম্পদ বাড়িয়ে তুলছে প্রায় ৭ ভাগ। ফলে দেশের অর্থনীতির ভিত্তি শক্ত ও মজবুত হচ্ছে, মাথাপিছু আয় বাড়ছে, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়ছে। কিন্তু তাদের বেঁচে থাকার মতো মজুরি নেই, গণতান্ত্রিক শ্রম আইন নেই, ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার নেই, কাজ করতে গিয়ে মারা গেলে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ নেই, রোগে চিকিৎসা নেই, তাদের ছেলেমেয়েরা শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত। আর শ্রমিকদের ঠকিয়ে কারখানার মালিকরা সম্পদের পাহাড় গড়েছে। স্বাধীনতার পর দেশে মাত্র ২ জন কোটিপতি থাকলেও এখন কোটিপতির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ১৯ হাজারে। মালিকরা একদিকে যেমন শ্রমিককে ঠকায় অন্য দিকে জনগণ তাদের যে টাকা আমানত হিসেবে রাখে ব্যাংকে সে টাকা মেরে দেয়। এই প্রক্রিয়ায় গত ১০ বছরে ব্যাংকখাতে কেলেঙ্কারি হয়েছে ২০ হাজার ৫০২ কোটি টাকা। সোয়া এক কোটি প্রবাসী শ্রমিক বিদেশে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে দেশে টাকা পাঠায় আর লুটেরারা গত ১০ বছরে ৬ লাখ কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছে; এই টাকা আমাদের চলতি বছরের বাজেটের দেড়গুণ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, শ্রমিকরা দাবি করেছিলো পে-স্কেলের সমান ১৮ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরি। এই দাবিতে তারা রাস্তায় নামলে তাদের ওপর নির্যাতন নেমে আসে, সাভারে গার্মেন্টস শ্রমিক সুমনকে পুলিশের গুলিতে জীবন দিতে হয়েছে। হাজার হাজার শ্রমিকের বিরুদ্ধে মামলা করা হচ্ছে। শ্রমিক এখন পুলিশি হয়রানি ও গ্রেফতারের ভয়ে রাতে শান্তিতে ঘুমাতে পারছে না। ছাঁটাই আতঙ্কে ভুগছে হাজার হাজার শ্রমিক। গণতান্ত্রিক শ্রম আইনের জন্য এখনও শ্রমিকদের লড়াই করতে হচ্ছে; শ্রম আইনের নামে যা হয়েছে তা হচ্ছে মালিক সুরক্ষার দলিল। সরকার মালিকদের স্বার্থে আইন প্রণয়ন করে, শ্রম আইন ২০০৬, সংশোধিত শ্রম আইন ২০১৩ এবং ২০১৮ তার প্রমাণ। ওই আইনে শ্রমিকের কর্মঘণ্টা বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার সংকুচিত করা, নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটির ক্ষেত্রে বৈষম্য ও জটিলতা, সকল ধরনের শ্রমিকদের শ্রম আইনের আওতায় অন্তর্ভুক্ত না করা, ছাঁটাই ও শাস্তির ধারাগুলো দেখলে এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার স্বার্থেই এই আইন প্রণীত হয়েছে। ওই আইনে যতটুকু অধিকার দেয়া হয়েছে তাও

মালিকরা মানছে না। শ্রম আইনে সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকলেও এখনও শ্রমিকদের নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র, সার্ভিস বুক দেয়া হচ্ছে না। কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় শ্রমিকের মৃত্যুতে ক্ষতিপূরণ মাত্র ২ লাখ টাকা।

নেতৃবৃন্দ বলেন, যে কোন ন্যায় সঙ্গত আন্দোলন করলে শ্রমিকদের দাবিকে বিবেচনায় না নিয়ে সরকার মালিকদের রক্ষায় শ্রমিকদের ওপর দমন-পীড়ন চালায়। ট্রেড ইউনিয়ন করার ক্ষেত্রে আইনি এবং প্রশাসনিক বাধার কারণে মাত্র ৪ শতাংশ শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন করার সুযোগ পাচ্ছে। মালিকের হয়রানি, যখন তখন ছাঁটাই, মিথ্যা মামলা নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্প্রতি গার্মেন্টেসের গ্রেড বৈষম্য দূর করার ন্যায় সঙ্গত আন্দোলনকে নিষ্ঠুরভাবে দমন করা তাঁর দৃষ্টান্ত। ন্যায্য মজুরি প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত রেখে উন্নয়নের গল্প নানোশু শ্রমিকদের সাথে এক ধরনের প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই না। শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ছাড়া শ্রমিকদের অসহায়ত ও বঞ্চনা দূর করা যাবে না। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে শুধু মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন নয় শোষণমূলক ব্যবস্থা পাল্টানোর ক্ষেত্রে শ্রমিকদের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তোলার জন্য নেতৃবৃন্দ আহবান জানান। নেতৃবৃন্দ বলেন, শ্রমিকদের অধিকার বঞ্চিত রেখে দেশে গণতন্ত্রের কথা বলা প্রহসন মাত্র।

নেতবৃন্দ তাদের বক্তৃতায়, শ্রম আইনের অগণতান্ত্রিক ধারাসমূহ বাতিল, অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন করার গণতান্ত্রিক অধিকার, ন্যূনতম জাতীয় মজুরি ১৮ হাজার টাকা নির্ধারণ, মজুরি গ্রেড ও মাতৃত্বকালীন ছুটির বৈষম্য দূর করা, সড়ক পরিবহণ আইনের শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী ধারাসমূহ বাতিল করা, কর্ম ক্ষেত্রে শ্রমিকের মৃত্যুতে আজীবন আয়ের সমান ক্ষতিপূরণ প্রদান, শ্রমিক ছাঁটাই, গ্রেফতার, মিথ্যা মামলা বন্ধ করার দাবি জানান। সমাবেশ শেষে একটি বর্ণাঢ্য লাল পতাকা মিছিল পল্টন এলাকা প্রদক্ষিণ করে।

নারায়ণগঞ্জ : ১৮ জানুয়ারি ১৯' চাষাড়াস্থ কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন। জেলার সভাপতি আবু নাঈম খান বিপ্লবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ জেলা সমন্বয়ক নিখিল দাস, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ১৫ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর অসিত বরণ বিশ্বাস, গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্টের জেলার সভাপতি সেলিম মাহমুদ, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র নারায়ণগঞ্জ জেলার সাধারণ সম্পাদক বিমল কান্তি দাস, শ্রমিকনেতা এম এ মিল্টন, জাহাঙ্গীর আলম গোলক, জামাল হোসেন, এস এম কাদির, সাইফুল ইসলাম শরীফ। সমাবেশের শুরুতে চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গণসংগীত পরিবেশন করে এবং সমাবেশ শেষে একটি বিশাল মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে। দেশের বিভিন্ন জেলায় শ্রমিক ফ্রন্টের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে নানা কর্মসূচি পালিত হয়।